International Bangladesh Foundation

Patron Lord Dholakia Chair Lord Avebury

Unit 11, 895 High Road, Chadwellheath, Romford, Essex RM6 4HL.UK
Tel Sujit Sen 0208 598 2222 or Ansar Ahmed Ullah 07956 890689
Fax 020 8586 1098
Email admin@shadinata.org.uk or sujit7@hotmail.com

www.secularvoiceofbangladesh.org

বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে লন্ডনে আন্তর্জাতিক সেমিনারে লর্ড এ্যাভেবারী

আসন্ন নির্বাচন অবাধ না হলে বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে

ইউকে হিউম্যান রাইটস্ পার্লামেন্টারী গ্রুপের ভাইস চেয়ার লর্ড এ্যাভেবারী বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সব দলের অংশ গ্রহণে সর্ব মহলে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, বাংলাদেশের স্থিতিশীল ভবিষ্যত এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে আগামী ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্ব যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির কাছেও স্বদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রত্যাশিত। গত ১৫ জুলাই ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের কিংস্ কলেজে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন এবং নিরাপত্তা ও মানবাধিকার বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে লর্ড এ্যাভেবারী এ কথাগুলো বলেন।

ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং লিবারেশন ও অন্যান্য লন্ডন ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন বিএনপি ও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র, হাউস অব পার্লামেন্ট ও হাউস অব লর্ডসের সদস্যবৃন্দ, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। “দ্যা ইলেকশন ইন্ বাংলাদেশ ঃ সিকিউরিটি, হিউম্যান রাইটস্ এবং এ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড” শিরোনামে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সেমিনারের সভাপতি লর্ড এ্যাভেবারী তাঁর সূচনা বক্তব্যে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশ তার লক্ষ্য অর্জনে যাতে সক্ষম হয়, সেই জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচন এমনভাবে আয়োজিত হওয়া উচিত, যাতে করে সর্বস্তরের মানুষ তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারে অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে। তিনি বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ব্যাপক সহিংসতা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অব্যাহত নির্যাতন নিপীড়নের কারণে বিতর্কিত হয়েছে। তাই আসন্ন নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে প্রধান কাজ হবে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, বিশেষ করে সংখ্যালঘুরা যাতে কোন প্রকার নির্যাতন নিপীড়নের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকেই। সকল প্রার্থী ও তাদের কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটাও খুব জরুরী।

লর্ড এ্যাভেবারী বিরোধী নেতা আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা, সাবেক অর্থ মন্ত্রী এ এম এস কিবরিয়া হত্যা, ব্রিটিশ হাই কমিশনারকে হত্যা চেষ্টা, উগ্র জঙ্গিদের হাতে বিচারক, আইনজীবি, পুলিশ সহ সাধারণ মানুষের প্রাণহানির ঘটনাগুলো উল্লেখ করে বলেন, এসব ভয়ংকর সন্ত্রাসী ঘটনার বিচার না হওয়ায় যৌক্তিক কারণেই সকল মহলে এই আশংকা আজ দেখা দিয়েছে যে, আসন্ন নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কাংখিত উন্নতি না-ও হতে পারে। গত মার্চে দু’ জন শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ধরার পর উগ্রবাদীদের বোমা হামলার ঘটনা

দৃশ্যত বন্ধ হলেও সহিংসতা এবং সহিংসতার হুমকি এখনও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখতে তৎপর। সকলেই এটা জানেন যে, যদি আপনি সুনির্দিষ্ট কোন মতামত তুলে ধরেন, তাহলে উগ্রবাদীদের টার্গেটে পরিণত হতে পারেন।

সেমিনারে আরো যারা আলোচনায় অংশ নেন, তারা হচ্ছেন, বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার ফজল এম কামাল, মিনিস্টার ফর কনস্যুলার এফেয়ার্স মোহাম্মদ এনামুর রহমান চৌধুরী ও কাউন্সিলর ফর পলিটিক্যাল এফেয়ার্স সাইদা মুনা জাসনিম, ক্ষমতাসীন বিএনপি'র যুক্তরাজ্যস্থ মহিলা কমিটির সভানেত্রী ব্যারিস্টার জোৎস্না মিয়া, আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিরোধী নেতার রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী, ব্রিটিশ-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী গ্রুপের ভাইস চেয়ার জেরেমি করবেন এমপি, কনজারভেটিভ পার্টির বিদেশ নীতি বিষয়ক মুখপাত্র ডঃ চার্লস ট্যাননোক এমইপি এবং ইলেক্টোরাল রিফোর্ম সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট লেজলি আবদেলা।

সেমিনারের বিভিন্ন পর্বে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও বিতর্কে অংশ নেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিষ্ট আব্দুল গফফার চৌধুরী, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ক্রিস ব্লেকবার্ন, ইউরোপীয়ান বাংলাদেশ ফোরামের ডঃ আহমেদ জিয়াউদ্দিন, লিবারেশনের ম্যাগি বোডেন, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ইনা হুমে, ভেনিশিং রিটস্ ও বিশ্বজিৎ চান্দা, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের জেন্ডার ইউনিটের প্রধান গীতা স্যাগল, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আব্বাস ফায়াজ, আহমেদিয়া মুসলিম এসোসিয়েশনের ডঃ ইফতেখার ইয়াজ ওবিই, জুম্মা পিপলস্ নেটওয়ার্কের কুমার শিভাশিষ রায়, ইন্টারফেইথ ইন্টারন্যাশনালের ডঃ চার্লস গ্রেভস্, ক্রিশ্চিয়ান সলিডারিটি ওয়ার্ল্ডওয়াইডের বেন রজার্স, লন্ডন মেয়রের উপদেষ্টা মুরাদ কোরেশী, কাউন্সিলর তালাত করিম, যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি কমর উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক এম এ মালিক, আওয়ামীলীগ নেতা সুলতান শরীফ, কাউন্সিলর মুশতাক কোরেশী প্রমুখ।

সেমিনারে বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রেস মিনিষ্টার ফজল কামাল আসন্ন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজনে সকল মহলের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার কথা তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো আমাদের রয়েছে, যার অধীনে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। এছাড়া বিরোধী দলের উত্থাপিত ইস্যুগুলো নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে আলোচনা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সংস্কার প্রশ্নে যৌক্তিক প্রস্তাবগুলো গ্রহণে সরকারের আগ্রহের কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে এসব কিছুই করতে হবে আলোচনা মাধ্যমে। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যে কোন উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধানে সরকারের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার প্রশ্নে বিরোধী দলের দাবীর প্রেক্ষিতে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন জোট ও সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। যাতে করে এই কমিটি প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংসদে উত্থাপিত সংস্কার প্রস্তাবগুলো খতিয়ে দেখতে পারে। প্রধান মন্ত্রীর এই উদ্যোগ দেশের আপামার মানুষের পাশাপাশি মিডিয়া, সুশীল সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীরা স্বাগত জানিয়েছে। প্রেস মিনিষ্টার বলেন, প্রধান মন্ত্রীর কমিটি গঠনের প্রস্তাবে বিরোধী আওয়ামী লীগ ইতিবাচক সাড়া দিলেও জুড়ে দেয় কিছু শর্ত। তবে উভয় পক্ষে এ নিয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করে বর্তমান সরকারের মেয়াদ পূর্তির আগেই উভয় পক্ষের মধ্যে একটি কার্যকর সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে বলে সকলেই আশা করছেন। তিনি অহেতুক সমালোচনা না করে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে সকল মহলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

<u>সংবাদ বিজ্ঞপ্তি</u>